আজকের কাগজ

তারিখ 19 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভিন্নমত

'মুক্ত ও বদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে একটি বক্তব্য

আজকের কাগজে গত ২৮ জানুয়ারিতে প্রকাশিত "মুক্ত ও বদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়", শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নিবন্ধটিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারনাগত এবং তথ্যগত জ্ঞানের অভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে তার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আজকের কাগজের মত একটি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করার আগে আমাদের কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আরো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিলো বলে আমরা মনে করি।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে এটি একটি প্রকল্প যার মেয়াদ আগামী ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষাক্রম তার পরেই শুরু হওয়ার কথা। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে, যারা ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম নন তাদের জন্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। উপরোক্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র টার্গেট গ্রুপ নন। এখানে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটাই আলাদা। এ পর্যন্ত যে ১৬টি বিষয়ে ডিগ্রী দেয়ার কথা বিবেচনায় আনা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। সার্টিফিকেট-ইন-মাস্ এডুকেশন
২। সার্টিফিকেট-ইন-টিচার্স এডুকেশন
৩। বিএড
৪। সিএড
৫। ডিপ্লোমা-ইন-ম্যানেজমেন্ট
৬। ডিপ্লোমা-ইন-ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট
৭। সার্টিফিকেট-ইন-ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি
৮। ডিপ্লোমা-ইন-বাংলা ল্যাংগোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি
৯। সার্টিফিকেট-ইন-হেলথ্ এন্ড ফ্যামিলি প্লানিং
১০। ডিগ্রী-ইন-নার্সিং
১১। ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন
১২। সার্টিফিকেট-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং
১৩। ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার এপ্লিকেশন
১৪। সার্টিফিকেট-ইন-অ্যারাবিক ল্যাংগোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি
১৫। ডিপ্লোমা-ইন-অ্যারাবিক ল্যাংগোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি

এছাড়াও আর কি কি বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে সে সম্পর্কে শীঘ্রই একটি শিক্ষা চাহিদা জরীপ শুরু হতে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলতঃ কর্মমূখী ও ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যই প্রতিষ্ঠিত এবং তা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দুই প্রকারেরই হতে পারে। জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দেশের ব্যাপক মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এর বিঘোষিত নীতি। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূরক-কোনো ক্রমেই বিকল্প নয়। প্রকল্প সারপত্রে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,- "The main objective of the BOU is to increase equitable access to education, to develop human resources of the country and to improve quality, relevance and efficiency of the education system. BOU's purpose will be to widen access to all levels and sectors of education. It will be a university of masses with provisions for continuing education, extension education as well as general, professional and technical education to support the existing system."

সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়েছে যে, পূর্বের দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান বলে চালানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের এখন আর অস্তিত্ব নেই। পার্লামেন্টে পাশকৃত Act-এর আওতায় তা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ দেখা যায় না। এ মন্তব্যটি মোটেই সঠিক নয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপিকার "শিক্ষা মনোবিজ্ঞান" সংক্রান্ত আলোচনার দ্বারা। তাছাড়া আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা বর্তমানে বর্তমানে প্রচলিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকেন। তবে কি আইইআর এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়? এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আধুনিক স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; টেলিভিশনের আলাদা কোনো চ্যানেল নাই; এমনকি পর্যাপ্ত সময়ের জন্যে টেলিভিশনের প্রচার সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় একীভূত বাইডের একটি ছোট স্টুডিও এবং নিতান্তই অপ্রতুল যন্ত্রপাতি নিয়ে অত্যন্ত সীমিত আকারেই বিএড ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছে। একে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে এক মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হবে বলে আমরা মনে করি। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট করতে হলে আমাদের এখানে কোনো রিপোর্টারকে প্রেরণ করে সঠিক তথ্যাবলী জেনে নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম দ্বারা জনগণকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে যে কোন বিষয় জানানোর ব্যাপারে আমরা সর্বদা প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে আমরা আজকের কাগজসহ সকল সংবাদপত্রের সহযোগিতা কামনা করি।

সৈয়দ জিয়াউল হক
সহকারী পরিচালক (সার্ভে, রিসার্চ এন্ড ইভ্যালুয়েশন)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প।